রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৯/২০২১ তারিখ: ১২.১০.২০২১

বিষয়: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন তহবিল এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন ও বিভিন্ন উদ্ভাবনী 'স্টার্ট আপ' উদ্যোগে ঋণ/বিনিয়োগ/অর্থায়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগ যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতায় সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশেও সম্ভাবনাময় 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপশি তা দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ/প্রকল্পের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ সহজলভ্য হলে অনেক সম্ভাবনাময় 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। সহজ শর্তে/স্বল্প সুদে নিরবিচ্ছিন্ন ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরী এবং স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করার আবশ্যকতা বিবেচনায় এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক গত ২৯.০৩.২০২১ তারিখে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪ এর মাধ্যমে 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ২৬.০৪.২০২১ তারিখে এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৫ এর মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত তহবিল সংরক্ষণ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উল্লিখিত তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাথে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যোক্তাদের 'স্টার্ট আপ' উদ্যোগে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লিখিত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা অনুসরণে ২৭.০৯.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত রাকাব, পরিচালনা পর্ষদের ৫৩৭তম সভার অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার জারী করা হলো:

সংজ্ঞা:

এ নীতিমালার আওতায় 'স্টার্ট-আপ' বলতে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে নতুন পণ্য/সেবা/প্রক্রিয়া/প্রযুক্তি এর উদ্ভাবন (Innovation) ও অগ্রগতি (Development) কে বুঝাবে। এ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবিত সমাধানগুলো বিস্তৃতিযোগ্য (Scalable), ব্যবসায়িকভাবে টেকসই (Sustainable), বাণিজ্যিকভাবে সফল বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের উপর অনুপাতহীন আয় (Disproportionate Return on Investment) সৃষ্টি করে যা সফল হলে দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

১. ব্যাংকের নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন:

১.১ তহবিল সংরক্ষণ:

এ নীতিমালার আওতায় 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাংকের বাৎসরিক নীট মুনাফা হতে ১% অর্থ স্থানান্তরপূর্বক নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন করতে হবে।

২০২১ সাল হতে পরবর্তী ০৫(পাঁচ) বছর সময়ে প্রতি বছর ব্যাংকের নীট মুনাফা (নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী) হতে ১% হারে অর্থ স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণের লক্ষ্যে তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর ভিত্তিক বাৎসরিক হিসাব চূড়ান্তকালে নীট মুনাফা হতে বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত ১% তহবিল স্থানান্তর শুরু করতে হবে।

'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে একটি নতুন হিসাব/খাত সৃষ্টি করতঃ ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্রে অন্যান্য দায় এর আওতায় তা প্রদর্শন করতে হবে।

১.২ ঋণ বিতরণ:

২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' হতে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

২০২২ সালের জানুয়ারি হতে ব্যাংকের নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' এ রক্ষিত স্থিতি হতে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(চলমান পাতা-২)

২. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামীয় ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল:

২.১ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের পরিমাণ:
মোট ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা।

২.২ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের মেয়াদ:
এ তহবিলের মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর যা আবর্তনযোগ্য (Revolving)।

২.৩ অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) স্বাক্ষর:
এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক হিসেবে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদিত হয়েছে।

৩. গ্রাহক পর্যায়ে/ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

৩.১ উদ্যোক্তার প্রস্তাবিত প্রযুক্তিগত উদ্যোগ সম্পূর্ণ নতুন ও সৃজনশীল হতে হবে;

৩.২ আবেদনকারী নতুন উদ্যোক্তাকে সরকারি কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা পরিচালনা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অথবা অন্যান্য কারিগরি বিষয় (যেমন: পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি)-এ সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরি শিক্ষা না থাকলে উদ্যোক্তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নতুন উদ্যোগ পরিচালনার সক্ষমতা থাকতে হবে;

৩.৩ প্রস্তাব দাখিলের সময়ে উদ্যোক্তার বয়স কমপক্ষে ২১ হতে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর হতে হবে;

৩.৪ প্রস্তাবিত উদ্যোগ/প্রকল্পে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকতে হবে; এবং

৩.৫ সিআইবি রিপোর্ট অনুযায়ী আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ খেলাপি হলে এ ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

৪. ঋণ/বিনিয়োগ সীমা নির্ধারণ, মঞ্জুরি/অনুমোদন ও বিতরণ পদ্ধতি:

৪.১ এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহের আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গ্রাহক/ঋণগ্রহীতার ব্যবসা/শিল্প উদ্যোগের ধরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ কর্তৃক ১৩.০৯.২০২০ তারিখে জারীকৃত ঋওঅবি-১ সার্কুলার নং-১০ এর ১ ও ২ নম্বর অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা ও শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪.২ গ্রাহক ভিত্তিক ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা। অনুমোদিত ঋণ/বিনিয়োগ এককালীন বিতরণ করা যাবে না। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়ে ন্যূনতম ০৩ (তিন) কিস্তিতে মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ ছাড় করতে হবে।

৪.৩ একজন গ্রাহককে এ তহবিল হতে শুধুমাত্র একবারই ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে। একই গ্রাহক একাধিক প্রকল্প বা একাধিক ব্যাংক হতে ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। তবে, প্রকল্পের সম্ভাবনা বিবেচনায় বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ৪.১ এ বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে কম হলে ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, কোনভাবেই তা ১(এক) কোটি টাকার অধিক হবে না।

৪.৪ এ তহবিলসমূহের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের লক্ষ্যে উপযুক্ত/যোগ্য ব্যক্তি ব্যাংকে আবেদন করার পর শাখা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প যথাযথ প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে প্রকল্পটি উচ্চ সম্ভাবনাময়, মাঝারি সম্ভাবনাময় বা কম সম্ভাবনাময় কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। শাখা/জোন কর্তৃক সরেজমিনে তদন্তপূর্বক ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুরি/অনুমোদন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। গ্রাহকের সক্ষমতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এ ঋণ মঞ্জুরি/অনুমোদন করতে হবে।

৪.৫ ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এর ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত ঋণ ও অগ্রিম মঞ্জুরি ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ/বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ কর্তৃক ১৩.০৯.২০২০ তারিখে জারীকৃত ঋওঅবি-১ সার্কুলার নং-১০ এর ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪.৬ ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যাংকের নিকট স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের আইডিয়া শেয়ার করা হলে অর্থায়ন করা হোক বা না হোক তা কোনক্রমেই ডিসক্লোজ না করা হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

(চলমান পাতা-৩)

৫. গ্রাহক পর্যায়ে/ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ:

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) বছর। ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক এবং 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগের ধরণ বিবেচনায় গ্রেস পিরিয়ড নির্ধারণ করা যাবে; তবে তা ০১ (এক) বছরের বেশী হবে না।

৬. সুদের হার:

৬.১ ব্যাংক পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়নের সুদ/মুনাফা হার:
আলোচ্য তহবিলসমূহের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রাপ্ত অর্থের উপর ০.৫০% হারে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে সুদ/মুনাফা প্রদান করতে হবে।

৬.২ গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা হার:
গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের বাৎসরিক সরল সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪%।

৭.ঋণের জামানত:

৭.১ এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহের আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ঋণের জামানত গ্রহণ করতে হবে। তবে উদ্যোগের সম্ভাবনা ও গ্রাহকের সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনায় ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ অথবা কারিগরী প্রশিক্ষণের সনদকে ঋণের জামানত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। সেক্ষেত্রে ডিগ্রীধারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ অথবা কারিগরী প্রশিক্ষণের মূল সনদ জামানত হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

৭.২ ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বলতে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহিত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তির অঙ্গীকারনামাকে বুঝাবে। তবে, দু'জনের অধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

৮. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ পদ্ধতি:

৮.১ গ্রাহক পর্যায়ে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক/ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে সমান ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক কিস্তিতে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের সমান মেয়াদে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

৮.২ বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখার উপর ন্যস্ত থাকবে।

৯. বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার হার ও পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া:

৯.১ পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক আলোচ্য তহবিলসমূহের আওতায় সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন ঋণ সুবিধা পাওয়া যাবে ।

৯.২ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আলোচ্য তহবিলসমূহের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে শাখাসমূহ এতদসংক্রান্ত ঋণ বিতরণের বিবরণী নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-১ ও ২) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানপূর্বক প্রতি মাস অন্তে পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোনাল কার্যালয়ে আবেদন দাখিল করবে।

৯.৩ জোনাল কার্যালয়সমূহ উল্লিখিত আবেদন ও বিবরণী সংকলনপূর্বক এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ০৭ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

৯.৪ উল্লিখিত আবেদনপত্রের সাথে উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট, ঋণ মঞ্জুরিপত্রের কপিসহ এতদসংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত দলিলাদি ও তথ্যাদি আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

১০. প্রতিশ্রুতিপত্র:

১০.১ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পত্র (Demand Promissory Note) বাংলাদেশ ব্যাংক-কে প্রদান করতে হবে।

১০.২ উক্ত প্রতিশ্রুতিপত্র পুনঃঅর্থায়ন বাবদ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনানুসারে আদায়যোগ্য অন্যান্য খরচ, চার্জ বা ব্যয় (যদি থাকে) বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে।

১০.৩ যেকোন সময় আকলন স্থিতি অথবা কোন আংশিক পরিশোধ অথাব হিসাবে কম-বেশি অথবা জামানতের কোন অংশ প্রত্যাহৃত হলেও ব্যাংকের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ঋণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিপত্র চলমান জামানত হিসেবে বহাল থাকবে।

(চলমান পাতা-৪)

১১. ব্যাংক পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি:

১১.১ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুর্নঃঅর্থায়নকৃত অর্থ গ্রেস পিরিয়ড শেষে ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক কিস্তিতে আদায় করতে হবে; যা পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে আদায় করা হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হলে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে।

১১.২ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জুন ও ডিসেম্বর) তহবিলের স্থিতি নিশ্চিতকরণ সনদ (Balance Confirmation Certificate) দাখিল করতে হবে।

১১.৩ পুনঃঅর্থায়নের কিস্তি বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে আদায়কালে সংশ্লিষ্ট হিসাবের তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে বকেয়া/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সমপরিমাণ অর্থের উপর উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট হতে ১.৫% হারে জরিমানা এককালীন আদায় করা হবে।

১১.৪ প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক অগ্রিম সমন্বয় করা হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে এবং পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থ ফেরত বা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমন্বয়কৃত ঋণ/বিনিয়োগ সম্পর্কে শাখা/জোন হতে যথাসময়ে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত না করলে বা কোন ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আলোচ্য তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোন জরিমানা আরোপ করা হলে তা সংশ্লিষ্ট শাখা/জোনাল ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

১২. ঋণ হিসাবায়ন:

আলোচ্য তহবিলসমূহের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ হিসাব নিম্নবর্ণিত হেড এর মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে:

Product Code	Name of Account
612	CMSME Start-Up Fund

১৩. ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই ও ঋণ তত্ত্বাবধান:

১৩.১ এ তহবিলের আওতায় ব্যাংক ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশ সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের উপর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট হতে অতিরিক্ত ২% হরে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে। বিধায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

১৩.২ শাখা ব্যবস্থাপকগণ এ তহবিলের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিটি ঋণগ্রহীতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং জোনাল ব্যবস্থাপকগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ব স্ব জোনের আওতাধীন ঋণগ্রহীতাদের প্রকল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন এবং শাখা পরিদর্শনকালে 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগে বিতরণকৃত ঋণসমূহ যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৩.৩ ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক বিবেচিত হলে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকের প্রচলিত/বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ঋণ হিসাব নবায়ন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের স্বাভাবিক সুদ হার প্রয়োজ্য হবে।

১৪. ঋণ শ্রেণিকরণ:

'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগে বিতরণকৃত ঋণ যেন কোনক্রমেই খেলাপিতে পরিণত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা/জোনাল ব্যবস্থাপকগণকে সতর্ক থাকতে হবে। ঋণের অর্থ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাব খেলাপি হিসেবে পরিগণিত হলে অথবা ঋণ আদায়ের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ঋণ আদায় সম্ভবপর না হলে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবসমূহ শ্রেণিকরণ করতে হবে। এ তহবিলের আওতায় সাব-স্ট্যান্ডার্ড (SS) মানে শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৫%, সন্দেহজনক (DF) মানে শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ২০% ও মন্দ/ক্ষতিজনক (BL) মানে শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৩০% প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫. দলিলাদি তলব ও প্রকল্প পরিদর্শন:

পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরির পূর্বে অথবা পরে ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত তথ্য/উপাত্তের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তাগণ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট ঋণ নথি/দলিলাদি তলব/নিরীক্ষাসহ প্রয়োজনে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন করতে পারেন। বিধায় এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিকভিত্তিতে হালনাগাদ রাখতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক/প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ করতে হবে। শাখা/জোনসমূহ কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় বিষয়ক তথ্যাদি নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট করার পাশাপশি ব্যাংকের MIS সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত নিয়মিত সরবরাহ/দাখিল করতে হবে। (চলমান পাতা-৫)

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৯/২০২১ তারিখ: ১২.১০.২০২১

১৬. অন্যান্য শর্তাবলী:

১৬.১ সিএমএসএমই খাতে ব্যাংকের নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামীয় পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

১৬.২ 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগে অর্থায়নের ক্ষেত্রে শাখা/জোন কর্তৃক প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের মধ্যে ন্যূনতম ১০(দশ) শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণ করতে হবে।

১৬.৩ ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ডেট-ইক্যুইটি অনুপাত, ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ, দলিলাদি সম্পাদন, ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকির ক্ষেত্রে ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

১৬.৪ ঋণ ঝুঁকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত 'ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন' এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এতদসংক্রান্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৬.৫ এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহের আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরিল্লিখিত শর্তাদির পাশাপাশি ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ কর্তৃক ১৩.০৯.২০২০ তারিখে জারীকৃত ঋওঅবি-১ সার্কুলার নং-১০ এর প্রযোজ্য অন্যান্য নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৬.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে নির্ধারিত সময়ে পুনঃঅর্থায়ন দাবী করতে হবে। অন্যথায় এতদসংক্রান্ত আর্থিক ক্ষতির দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা/জোনাল ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

১৬.৭ 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তীতে কোন পরিবর্তন/সংশোধন করা হলে তা অনুসৃত হবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অনুমোদনক্রমে-

১২.১০.২০২১
(শওকত শহীদুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

সূত্র নং-প্রকা/ঋওঅবি-১/২৯(CMSME)/২০২১-২০২২/৩৬৪(৪৫৪) তারিখ: ১২.১০.২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১২। অফিস নথি/মহানথি।

১২.১০.২০২১
(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা